দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13/12/82 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 4 ...

012

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে

নাজমা আহমেদ

সাক্ষাৎকার

ষাটের দশকে শিক্ষকতা, ছাড়া যে পাঁচজন মহিলা অন্যান্য আরো ক্ষেত্রে আসতে শুরু করেছেন তখনও প্রশাসন ক্ষেত্রে মহিলাদের আগমন খুব সহজ ছিল না। তেমনি সময়ে ১৯৬৩ সালের গোড়ার দিকে সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রশাসন ক্ষেত্রে মহিলাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন মিসেস নাজমা আহমেদ। লাহোরে ওয়েলটনে অবস্থিত ফাইনান্স সার্ভিস একাডেমী থেকে প্রথম বাঙালী মহিলা হিসাবে ট্রেনিং লাভের পর তিনি করাচীতে টাক্সেসন সার্ভিসে যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর ৭৩ সালে জয়েন্ট কমিশনার অব টাক্সেস-এর দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ৭৭ সনে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে কর্মনির্বাহী পরিচালক, ৮০ সনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োজিত থাকার পর ৮১ সালের জুলাই মাসে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মহিলারা যে প্রশাসন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে পারে মিসেস নাজমা আহমেদ তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

১৯৭৫ সালে অর্থনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে তিনি ব্যতিক্রম ধর্মী কর্ম হিসাবে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এ ধরনের কাজে উৎসাহী ছিলেন। বাবা তৎকালীন জেলা জজ ও দাদা তাকে এ ধরনের কর্মে আত্ম নিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কথা হচ্ছিল মিসেস আহমেদ-এর সঙ্গে তার কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে।

সম্প্রতি তাঁকে বেসামরিক বিমান চলাচলের অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান চাকরিকে কিভাবে নিয়েছেন এই সম্পর্কে তিনি জানালেন—দেখুন এটা আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এরিয়া। ব্যতি-

নাজমা আহমেদ

ক্রম তো হবেই আমার গতানুগতিক কাজ থেকে। তবে এটা ৮২-এর সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত নতুন বিভাগ। এর আগে বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগে অর্থ উপদেষ্টা হিসাবে কোন পদ ছিল না। কাজেই এই পর্যায়ে উন্নয়ন ও গঠনমূলক অনেক কাজের সুযোগ আছে। সেটা নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি। এটা আমার জন্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তবে আমি দৃঢ় আস্থা রাখি যে এখানে কৃতকার্য হতে পারব।

চাকরি ক্ষেত্রে কোন অধীনতা বোধ তাকে উদ্বিগ্ন করে কি না সেই সম্পর্কে মিসেস আহমেদ জানালেন—আমি কোন সময়ই অধীনতা ফিল করিনি। সব সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি উদার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সবসময় সজাগ থেকেছি। মহিলা হিসাবে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করেছে এরকম অনুভব হয়নি বা আমি কাকেও সে রকম ব্যবহার করবার সুযোগ দেইনি। তাছাড়া মহিলা হিসাবে কোন অতিরিক্ত সুবিধা লাভেরও কোন চেষ্টা করিনি।

সবশেষে মিসেস নাজমা আহমেদের কাছে জানতে চাইলাম, এমন কি মনে হয়—চাকরি যদি না করতে হতো। বিশেষ করে সাংসারিক দিক থেকে চাকরির পক্ষে অথবা বিপক্ষে তার অভিমত চাইলাম। তিনি জানালেন—আমি চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই আমার বিয়ে হয়। অনেক চিন্তা ভাবনা করেই চাকরিতে এসেছি। মহিলাদের চাকরি করতে গেলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সাংসারিক দিক থেকে অনেক বাধা আসে। তবে এব্যাপারে শ্বশুর সময় স্বামীর সহযোগিতা পেয়ে এসেছি। মানবিক দিক থেকে তাঁর উদারতার কারণে বড় রকমের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা থাকাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছি। মাঝে মাঝে অবশ্যি কিছু মনে হয়নি যে—তা নয়। মনে হয়েছে আমি চাকরি না করলে আমার সংসার ছেলে-মেয়েদের স্বামীর প্রতি আরো যত্ন নিতে পারতাম। তবে আমি চাকরিতে থাকার ফলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার মনোবৃত্তি জন্মেছে সেটা তাদের জন্যে একটা ভালো দিক বলতে পারি।

—তাওফিকা ইসলাম